প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

কারসার সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, মর্যাদাপূর্ণ, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে **"প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন-মানউন্নয়ন কার্যক্রম"** শুরু করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন-মানউন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে আলীনগর ইউনিয়নে কত জন প্রবীন রয়েছেন তা নিরুপন করার জন্য একটি জরিপ করা হয়েছে। একই সাথে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা, শারীরিক সক্ষমতা, সরকারী বেসরকারী কোন ভাতা পেয়ে থাকেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে আলীনগর ইউনিয়নে প্রায় ১,২৫০ জন প্রবীন ব্যাক্তি রয়েছেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে- লাইফস্টাইল, স্বাস্থ্য ও বিনোদন এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

লাইফস্টাইল

গ্রাম প্রবীণ কমিটি: অতি নিবিড় ভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠির খোঁজ খবর রাখার জন্য আলীনগর ইউনিয়নের প্রত্যেকটি গ্রামে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ১টি করে "প্রবীণ গ্রাম কমিটি" গঠন করা হয়েছে। যারা প্রতিমাসে ১ টি করে সভা করে থাকেন।

ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটি: গ্রাম কমিটি সমূহের কার্যক্রমকে সমন্বয় করার জন্য আলীনগরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ১টি করে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা গ্রতি ২ মাসে ১ টি করে সভা করে থাকেন।

ইউনিয়ন কমিটি: সকল ওয়ার্ড কমিটির কার্যক্রম সমন্বয়, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য রয়েছে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ১টি ইউনিয়ন কমিটি । যারা ৬ মাস অন্তর সভা করে থাকেন এবং সকল কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অরিয়েন্টেশন: "প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবণমান উন্নয়ন" কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমকে সুন্দর ও সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য সকল কমিটির নেতৃবৃন্দকে কারসার পক্ষ থেকে ওরিয়েন্টেশনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা: যে সকল দরিদ্র প্রবীণ এখনো সরকারী বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত হতে পারেনি সে সকল প্রবীণ ব্যক্তিদের গ্রাম কমিটির প্রস্তাবনায় ওয়ার্ড কমিটির সুপারিশে ও ইউনিয়ন কমিটির অনুমোদনে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। ১০০ জন প্রবীণকে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হলেও মৃত্যু ও সরকারী বাতা প্রাপ্ত হওয়ায় বর্তমানে ৭৯ জনকে ৫০০ টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়।

বিশেষ সহয়তা কার্যক্রম: আলীনগর ইউনিয়নের শারিরিক ভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের বিশেষ সহতা প্রদান করা হয়ে থাকে। সহয়তার মধ্যে রয়েছে ছাতা, কম্বল, গায়ের চাদর, কমোড চেয়ার, ওয়াকিং ষ্টিক ও হুইল চেয়ার।

অসচ্ছল প্রবীণদের কর্ম সংস্থান: ১ জন অস্বচ্ছন প্রবীণ নারী উদ্যোক্তাকে টি-ষ্টল করার জন্য ১৫,০০০/- অনুদান দেয়া হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রবীণদের ভরণ পোষন: ২০১৮- ১৯ অর্থ বছরে ১ জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে মাসিক ৪০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। তার মৃত্যু হলে পরবর্তীতে আর কাউকে এ ভাতার আওতায় আনা হয়নি।

ড) মৃতের সৎকার ঃ

অস্বচ্ছল কোন প্রবীণ মারা গেলে প্রতি জনকে ২০০০ টাকা সৎকারের জন্য অনুদান দেয়া হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য

প্রবীণগণ সর্বপ্রকার প্রামিক চিকিৎসা সহায়তার আওতায় রয়েছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এমবিবিএস চিকিৎসকের পরামর্শে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে ৪টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও ১টি চক্ষু ক্যাম্প এর মাধ্যমে প্রতি বছর চিকিৎসা দেয়া হয়।

বিনোদন

প্রবীণদের অবসর বিনোদন জন্য "প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর" নির্মান করা হয়েছে। এখানে অবসর বিনোদনের জন্য ডিস এন্টেনা সহ ১টি টেলিভিশন, ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা এবং ১টি দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রটি সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাক। এ ছাড়াও কিছু কর্মসূচি নেয়া হয়েছে-

জেষ্ঠ্য প্রবীণ সম্মাননা প্রদান: আলীনগরইউনিয়নের সবচাইতে বেশী বয়স্ক প্রবীন ব্যক্তিকে দেয়া হয়ে থাকে **"জেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা"** পুরস্কার। গত অর্থ বছরে ১১৫ বছর বয়সের অধিকারি ৪ নং ওয়ার্ডের স্বস্থাল নিবাসী জনাব মোচন মালতকে জেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা" পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা প্রদান: যে সকল বাবা সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের সন্তানদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন তাদেরকে দেয়া হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা পুরস্কার।

শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা পুরস্কার: যে সকল সন্তান দরিদ্রতার নির্ম্মম নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করে লেখা পড়া করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাব মা-কে দেখাশুনা করছেন, সে সকল সন্তানকে দেয়া হয়ে থাকে "শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা" পুরস্কার।

বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

প্রবীণদের বিনোদনের জন্য প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবীণদের সংগীত ও পুথি পাঠের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়। নবীন-প্রবীণ ফুটবল খোলাও সকলে বেশ উপভোগ করেন।